১৬

যুক্তিবাদ ও বিপ্লবের যুগে খ্রীষ্টমণ্ডলী

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ

অর্কোটে (লিমেন) আঙ্গুরক্ষেতে সাধু ভার্ণি

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ধর্মের প্রতি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সময় সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মীয় উপাদানগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। এটাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের যুক্তিবাদের দর্শন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই যুক্তিবাদী দর্শনের কয়েকজন প্রবক্তা খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করেন। তবে কাথলিক ও প্রটেস্টান্ট উভয় ধর্মেই সজীবতার লক্ষণও পাওয়া যায় যা বেশ কয়েকটি নবজাগরণে প্রকাশ পায়। ফরাসী বিপ্লবকে যুক্তিবাদের ও মণ্ডলীর শত্রুদের বিজয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা-প্রলোভনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হওয়া ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মানুষের অবিচলতা সমাজের মধ্যে যথাস্থানে মণ্ডলীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে বাধ্য করে।

॥৬॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাবিধ পরিবর্তন

১। এক ঐতিহ্যবাহী মণ্ডলীর সঞ্চারিত গতি

পূর্ববর্তী শতাব্দীর সুফল

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এসে পূর্ববর্তী শতাব্দীর বিভিন্ন নবায়ন প্রচেষ্টা, যথা – যাজকদের উপযুক্ত গঠন-প্রশিক্ষণ, ধর্মভক্তির বিশুদ্ধিকরণ, বাণীপ্রচার কার্যের ক্রমবিকাশ, নিয়মানুগ উপাসনা-পদ্ধতি ইত্যাদি পূর্ণ ফল উৎপাদন করে। ইউরোপের অধিকাংশ লোক তখন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল আঞ্চলিক বিভিন্নতাসহ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রাক্কালে গ্রামাঞ্চলের শতকরা পচানব্বই ভাগ মানুষ ইউরোপের প্রায় সব জায়গায় তখনও পুনরুত্থানকালীন খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহীতা ছিল। এই বাস্তব চিত্রটি আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন বুঝতে সাহায্য করে।

জানসেনবাদী বিবাদটাও পূর্ববর্তী শতাব্দীর ঐতিহ্যের অঙ্গ ছিল। তা অষ্টাদশ শতাব্দীর আগাগোড়াই অব্যাহত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফরাসী ধর্মপালগণ পোপের অনুশাসনপত্র (১৭১৩)-এর নিন্দাজ্ঞাপনসমূহ মেনে নিয়েছিলেন। তবে প্যারিসের মহাধর্মপালের নেতৃত্বে তাঁদের কেউ কেউ উক্ত অনুশাসন পত্রটি প্রত্যাখ্যান ক'রে একটি সার্বজনীন মহাসভা আহ্বানের আবেদন জানান। সংখ্যার দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে অল্প হওয়া সত্ত্বেও 'আবেদনকারী' এই গোষ্ঠীটি অত্যন্ত সক্রিয় বলে প্রতিপন্ন হয়। এ দলটির বৈশিষ্ট্য ছিল গ্যালিকানিজম অর্থাৎ ফ্রান্সের প্রতি সমর্থন দান এবং জানসেনপন্থী মতবাদ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের মণ্ডলীর প্রতি রোমের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে অসন্তুষ্ট বলে ইউট্রেক্ট্ ধর্মপ্রদেশের কয়েকজন পুরোহিত তাদের একজন মহা ধর্মপালকে নির্বাচন করেন যিনি অন্য একজন "আবেদনকারী" বিশপ দ্বারা অভিষিক্ত হন। ব্যাপারটা ইউট্রেক্টের ধর্মবিচ্ছেদ ঘটায় (জানসেনপন্থী মণ্ডলী বা হল্যাণ্ডের পুরাতন কাথলিক মণ্ডলীর শুরু)।

ফ্রান্সে সরকার কারাদণ্ড প্রদান, ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে এমব্রান মহাসভায় সেনেজের ধর্মপাল সোয়ানেনকে নিন্দাজ্ঞাপন এবং বিবিধ নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ বিরোধিতাকে দমন করতে চেষ্টা করেন। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে "আবেদনকারীগণ" মাণ্ডলিক খবরা-খবর নামে একটি গুপ্ত দিনপঞ্জী প্রকাশ করেন – এই দিনপঞ্জীটি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাধু মির্দাদ-এর কবরস্থানে প্যারিস (Paris) নামে তাদেরই একজন সঙ্গী অনুযাজকের সমাধিতে সংঘটিত বিভিন্ন অলৌকিক নিরাময়কে তারা ঐশী অনুমোদনের চিহ্নরূপে বিবেচনা করে। অচিরেই রোগ বিষয়ক নানা ঘটনা, যেমন – খিঁচুনী ও নিরাময় (অনুতাপীদের প্রাপ্ত আঘাত ও ক্ষতের) ঘটতে থাকে। আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত হাস্যকর পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলফন্সুস দ্য লিগুওরি (১৬৯৬-১৭৮৭) ও বেনেডিক্ট লাবর (১৭৪৮-১৭৮৩)-এর ন্যায় ভিন্নমুখী ধর্মপ্রাণনার অধিকারী ব্যক্তিদের আদর্শও প্রত্যক্ষ করা গেছে। প্রথমজন ছিলেন মণ্ডলীর একজন ধর্মাচার্য যিনি তাঁর নীতিবিষয়ক লেখার মাধ্যমে জানসেনবাদী প্রভাব হতে খ্রীষ্টমণ্ডলীকে মুক্ত করেন এবং রিডেম্পটরিস্ট সংঘ প্রতিষ্ঠা ও "জনসাধারণের কাছে মঙ্গলবাণী প্রচার"-এর মাধ্যমে এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। দ্বিতীয় জন দারিদ্র্য ও ভিক্ষুকের মত তীর্থস্থান থেকে তীর্থস্থানান্তরে ভ্রমণ ক'রে ধ্যানাশ্রয়ী সাধুতা অর্জনের পথ তুলে ধরেন।

ধর্মপালন হ্রাসের লক্ষণসমূহ

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ফরাসী ধর্মীয় দৃশ্যপটের ধর্মানুশীলন হ্রাসের ক্ষেত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ধর্মানুশীলন কোন কোন শহরে, এমন কি গ্রামদেশের অনেক অঞ্চলে নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। ধর্মীয় উত্তরাধিকার দলিলের বিষয়াদি হ্রাস (খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করার জন্য দান, সৎকাজের জন্য দান-খয়রাত), ধর্মব্রতী সদস্য-সদস্যাদের সংখ্যা হ্রাস, নৈতিকতায় শৈথিল্য এবং মণ্ডলী কর্তৃক ভীতির হ্রাস (জন্মনিয়ন্ত্রণ, অবৈধ সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে), ধর্মীয় জীবনে আহ্বানের সংখ্যা হ্রাস, ধর্মবিষয়ক পড়াশুনায় নিম্নগতি, রাষ্ট্র কর্তৃক দয়ার কাজগুলো অধিগ্রহণ, ইত্যাদিকে নিম্নগতির লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। তবে, এসব বিষয়কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, সে ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। নিঃসন্দেহে উক্ত লক্ষণগুলো সমরূপতা ও রুটিন মাফিক করণীয়ের কমতি ঘটার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু

এটা বি-খ্রীষ্টীয়করণ বলার চাইতে বরং এক ধরনের খ্রীষ্টধর্মের অনুকূলে অন্য ধরনের খ্রীষ্টধর্মের অবলুপ্তি বলাই কি অধিক শ্রেয় নয় ? কিছু কিছু লোকের মতে, এটা অনেকটা দু'টি রেখা পরস্পরকে ছেদ করার সামিল – একটা পরিমাণের দিক দিয়ে নিম্নগামী এবং অপরটি গুণগত দিক দিয়ে ঊর্ধ্বগামী।

মাঝারী ধরনের গঠন-প্রশিক্ষণ ও যাজক

আমরা এমন অনেক যাজক ও ধর্মপালের কথা জানি যারা গুণমানে ছিলেন প্রথম সারির। তা সত্ত্বেও ধর্মপালদের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট কাজ বা কর্তব্য থেকে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া প্রায়শঃ অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা তখনও মামুলী ব্যাপার ছিল। আলোচ্য শতাব্দীটা যতই এগুতে থাকে, ফ্রান্স ও জার্মানীতে ধর্মপালের পদটা উত্তরোত্তর অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত বিষয় হতে থাকে। মঠ বা আশ্রমগুলো জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফ্রান্সে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হতে The Commission of Regulars ৪২৬টি ধর্মীয় গৃহ বা ভবন নিরোধ করে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রীয় সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ (১৭৮০-১৭৯০) অষ্ট্রিয়ায় ও ভাটির দেশগুলোতে সকল ধ্যানাশ্রয়ী গৃহ নিরুদ্ধ করেন।

মর্যাদাহীন পোপগণ

পোপগণ এ সময় গুরুত্বহীন ব্যক্তিতে পর্যবসিত হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন সকলেই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তাঁরা কাথলিক শক্তিসমূহের গোপন ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতিতে কার্ডিনালদের অতি দীর্ঘ গোপন সভার শেষে নির্বাচিত হতেন। পোপ হয়ে তাঁরা পোপীয় রাষ্ট্রের শাসনকার্যে জড়িয়ে পড়তেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রটি গ্রাণ্ড ট্যার্কের চেয়েও শোচনীয় ভাবে শাসিত হত বলে কথিত আছে। এঁদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে অসামান্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি ছিলেন পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্ট (১৭৪০-১৭৫০)। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর সময়কার সমস্যাবলীর প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশী মনখোলা ছিলেন।

[২০৭] নিরিশ্বরবাদীদের একটি সমাজ সম্পূর্ণ নীতিসম্মত হতে পারে

পিয়ের বাইল (১৬৪৭-১৭০৬) একজন ক্যালভিনপন্থীরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে কয়েক বছরের জন্য একজন কাথলিক হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি পুনরায় ক্যালভিন মতাদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সিদানে ও তারপর রটারডামে দর্শনশাস্ত্র ও ইতিহাস পড়াতেন। তিনি ক্যালভিনবাদসহ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তবে তিনি আজীবন সহনশীলতার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

"নিরীশ্বরবাদীদের একটি সমাজ অন্যান্য সমাজের মতই অসামরিক ও নৈতিক কার্য সম্পন্ন করত যদি তা অপরাধসমূহের জন্য কঠোর সাজা দিত এবং কোন কোন ব্যাপারে তা সম্মান ও প্রকাশ্য অবমাননা আরোপ করত। যেহেতু স্রষ্টা ও জগতের পালনকর্তার অজ্ঞতা, গৌরব ও অশ্রদ্ধার প্রতি, পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি এবং অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আমরা যে সকল রিপু দেখতে পাই সে সমস্তের প্রতি সচেতন হতে এই সমাজের সভ্যদের নিবৃত্ত করবে না, এবং যুক্তির সমস্ত আলো নির্বাপিত করবে না। তাই তাদের মধ্যে এমন মানুষও দেখা যেত যারা ব্যবসায়ে সরল বিশ্বাস বজায় রাখে, গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করে, অন্যায়-অবিচারের বিরোধিতা করে, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে ... যে কেউ এই মর্মে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে চায় যে, ঈশ্বরজ্ঞানবিহীন কোন জাতি স্বয়ং সম্মানের বিধান প্রণয়ন করে তা পালন করতে খুব সতর্ক থাকতে পারবে, তাকে শুধু এই দেখতে হবে যে, খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে এমন একটা জাগতিক সম্মান রয়েছে যা সরাসরি মঙ্গলসমাচারের প্রেরণার পরিপন্থী ...

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কিছু কিছু জাতির আচার-আচরণ তুলনা করে দেখুন; আমি বলছি, একটিকে অন্যটির সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। তাহলে দেখতে পাবেন এক দেশে যা অসাধুতা, অন্য দেশে তা মনে করা হয় না। সুতরাং খ্রীষ্টানদের মধ্যে সাধুতা সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা অবশ্যই তাদের আচরিত ধর্ম থেকে উদ্ভুত নয়।"

পিয়ের বাইল, The Thoughts on the Comet, 1682

২। খ্রীষ্টধর্মের উপর যুক্তিবাদী আক্রমণ

যুক্তির বিজয়

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে একটা 'ইউরোপীয় নীতিচেতনার সংকট' দেখা দেয়। এর অন্যতম প্রধান সাক্ষী ছিলেন পিয়ের বাইল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একদল লেখক বিশিষ্টতা লাভ করেন; এঁদের অন্যতম হলেন ভলতেয়ার, [২০৭] দিদেরো, দ্য এ্যালোবার্ট। প্রায়শঃ যেজুইটদের দ্বারা খ্রীষ্টানরূপে লালিত-পালিত হয়ে এসব 'দার্শনিক' চাইতেন সবকিছুকে বিচার করতে যুক্তির 'আলোকে' যা তারা খ্রীষ্টীয় প্রত্যাদেশের অস্পষ্টতার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছিলেন। যুক্তিবাদী এই দর্শন সম্পর্কে যে কথা আমাদের মনে রয়েছে, তা হচ্ছে – খ্রীষ্টান-বিরোধী যুদ্ধাস্ত্ররূপে এর বিশিষ্টতা। এটাকে অস্বীকার না করেও বলা যায় এ ধরনের যুক্তির আদর্শ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের আয়তনের সীমা নির্ধারণও দাবী করে। বিজ্ঞান তার নিজস্ব ভাষা গ্রহণ ক'রে অধিবিদ্যা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অকপট কয়েকজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী যুক্তির প্রতি এই প্রবল অনুরাগে অনুরক্ত হয়। ফ্রিম্যাসনগণ – যাদের সর্বপ্রথম আস্তানা স্থাপিত হয় ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এবং যারা এই যুক্তিবাদী মতাদর্শ প্রচার করতেন – নিজেদেরকে খ্রীষ্টান ব'লে মনে করতেন। যুক্তিবাদের নির্দেশ-গ্রন্থ Encyclopaedia বা Rational Dictionary of Science, Art and Crafts (1751-1772)-এর গ্রাহকদের মধ্যে একজন ছিলেন হবু পোপ সপ্তম পিউস এবং অন্ততঃ এর শুরুতে ঐশতত্ত্ববিদগণ এর প্রকাশনায় জড়িত ছিলেন।

[২০৮] খ্রীষ্টধর্ম প্রকৃতি-বিরুদ্ধ

ব্যক্তিগত লেখালেখিতে লেখকগণ বিনা বাধায় তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারতেন। তবে তাঁদের প্রকাশিত বইপুস্তকের মধ্যে তাঁদেরকে কিছুটা বিচক্ষণ হতে হত।

প্রত্যাদিষ্ট নৈতিকতা প্রাকৃতিক নৈতিকতার সঙ্গে সুসঙ্গত নয়

"প্রতিটি ভক্তই অনমনীয়, নির্দয়, কৃপাহীন একজন স্বামী, অসচেতন একজন নাগরিক, একজন বদ ভাই ইত্যাদি। এ সমস্ত কর্তব্য অন্যান্য কর্তব্যের শুধু অনেক পরে আসে।

ধর্মীয় কর্তব্যসমূহের একটি অন্যতম নিকৃষ্টতম ফল হচ্ছে প্রাকৃতিক কর্তব্যসমূহের মর্যাদা হ্রাসকরণ ; এটা আসল কর্তব্যগুলোর ঊর্ধ্বে উত্তোলিত অবাস্তব কর্তব্যসমূহের সিড়িস্বরূপ। একজন যাজককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন ঃ যজ্ঞবেদীর পানপাত্রে প্রস্রাব করা একজন সম্মানিত মহিলাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেয়ে বেশী খারাপ কিনা। 'পানপাত্রে প্রস্রাব করা – সে তো পবিত্র বস্তু অপবিত্র করার পাপ !', যাজক আপনাকে জবাব দেবেন। কুৎসা রটনার জন্য কোন প্রকাশ্য শাস্তির বিধান নেই, কিন্তু পবিত্র বস্তু অপবিত্র করার দায়ে নরকদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। এই যে একটি সমাজে অপরাধগুলোর সত্যিকার পার্থক্যকরণ পাল্টে দেওয়ার আসল কারণ।

মঙ্গলসমাচারে দু'টি নৈতিকতা পরিলক্ষিত হয় – তথ্যাদির জন্য আমাদের অবশ্যই এই পুস্তকের সাহায্য নিতে হবে অথবা এ ব্যাপারে আমাদের পুরোপুরি অজ্ঞ থাকতে হবে। সমস্ত মানুষের জন্য অভিন্ন সাধারণ নৈতিকতা রয়েছে। অপর একটি নৈতিকতা রয়েছে যা সত্যি সত্যিই খ্রীষ্টীয় নৈতিকতা। আমার জানামতে খ্রীষ্টীয় নৈতিকতাটি সবচেয়ে সমাজ বিরুদ্ধ নৈতিকতা। কষ্ট করে পর্বতের উপর যীশুর উপদেশ অংশটুকু ভাল করে পাঠ করে দেখুন। এরপর সম্পূর্ণ মঙ্গলসমাচার মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন ও খ্রীষ্টধর্মের সবিশেষ অনুশাসনগুলো বেছে নিন; তারপর আমাকে বলুন মানব বন্ধনকে – তা যে কোন ধরনের বন্ধনই হোক না কেন – শিথিল করে দেবার মত এর চেয়ে অধিকতর সক্ষম কিছু আছে কিনা।"

দিদেরো, Letter on Man-এর উপর অপ্রকাশিত ব্যাখ্যা-ভাষ্য।

"আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যদিও আমি খুব স্বচ্ছন্দেই নিরিশ্বরবাদীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারি। কিন্তু কেউ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করল কি করল না তাতে কিছু যায় আসে না।"

ভলতেয়ারের নিকট দিদেরো, ১১ই জুন ১৭৪৯

প্রত্যাদেশ পরিপন্থী যুক্তি

এ সময় দ্ব্যর্থহীন নিরিশ্বরবাদের অস্তিত্ব ছিল বিরল, কেননা প্রকাশ্যে তা প্রচার করাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। অনেকেই গোপনে নিজেকে নিরিশ্বরবাদী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পাল-পুরোহিত মেস্‌লিয়ে (যিনি মারা যান ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে), দ্য হোলব্যাক, হেলবিসিয়াস, সাদে প্রমুখ। 'দার্শনিকদের' অধিকাংশই মনে করতেন লোকদের জন্য কোন না কোন ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে। ঈশ্বরই হলেন নিয়ম-শৃঙ্খলার নিয়ামক। তাদের অনেকেই ঈশ্বরবাদের প্রতি ঝোঁক ছিল, কেননা ঈশ্বরবাদ এমন একটি প্রাকৃতিক ধর্ম যা যুক্তিপন্থী
[২০৮] এবং সমস্ত ঐশ প্রত্যাদেশকে বর্জন করে। এ কারণেই ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন ভলতেয়ারের 'বিরাট ঘড়ি নির্মাতা', 'জঞ্জালের স্তুপে নিক্ষিপ্ত একজন অবসর ভাতা গ্রহণকারী'। ধর্মতত্ত্বকে যুক্তি ও প্রকৃতির বিপরীত বা বিরুদ্ধ বলে প্রতীয়মান করা হয়। খ্রীষ্টমণ্ডলী তার অসহিষ্ণুতা ও স্বৈরাচারের প্রতি তার সমর্থনের কারণে বিশিষ্টতা লাভ করে। ভলতেয়ার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কয়েকজন শিকারকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। প্রকৃতিকে অনুসরণ করতে অস্বীকার ক'রে খ্রীষ্টধর্ম মানুষের সৎ স্বভাবের প্রতিবন্ধক ছিল। তাই খ্রীষ্টমণ্ডলী ও খ্রীষ্টধর্মকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে আন্দোলন করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল আর এজন্যেই ভলতেয়ার ঘোষণা ক'রে বসেন ঃ "আসুন আমরা অপরাধীকে পিষে ফেলি।" যুক্তির প্রাধান্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিকে দুর্বোধ বিষয়ের প্রতি রুচি এবং এক নতুন যুক্তিহীনতা পুনরাবিষ্কার করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। ভলতেয়ারের নিরস যুক্তিবাদে অসন্তুষ্ট
[২০৯] হয়ে জ্যাঁ-জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) প্রাকৃতিক একটি ধর্মে মানুষের অনুভূতিশীলতাকে স্থান দিতে সচেষ্ট হন। এভাবে তিনি ধর্মকে ফরাসী বিপ্লবের অন্তরায়গুলো অতিক্রম করতে ও রোমান্টিকতার জন্য পথ তৈরী করতে সমর্থ হন।

[২০৯] রুশোর ধর্ম

যুক্তিবাদী দর্শনের যুক্তিবাদিতার মুখে জ্যাঁ-জ্যাক রুশো ধর্মীয় অনুভূতিকে এমন অর্থে পুনর্বাসিত করেছিলেন, যা কাথলিক মূলধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না বটে, কিন্তু রোমান্টিক ধর্মের জন্য উহা তৈরী করেছিল।

স্যাভয়ে একজন গণপালকের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি

"আমি এ-ও স্বীকার করি যে, পবিত্র শাস্ত্রের সাহায্য আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, এবং মঙ্গলসমাচারের পবিত্রতা আমার অন্তরে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। অতি প্রতাপী দার্শনিকদের পুস্তকগুলোর কথাই বিবেচনা করে দেখুন; পবিত্র শাস্ত্রের পাশে সেগুলো কেমন তুচ্ছ। একই সময় অত্যন্ত মহীয়ান ও অতীব সরল একটি পুস্তক কিভাবে মানুষের হাতের রচনা হতে পারে? এটা কি এমন হতে পারে যে, যার কথা এতে বলা হয়েছে, সে ছিল একজন নিছক মানুষই মাত্র? ...

তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে দার্শনিক প্রশান্তির মধ্যে সক্রেটিসের মৃত্যুটি আমাদের অপ্রত্যাশিত রকমের মনোরম লাগে; পক্ষান্তরে সকল মানুষের দ্বারা যন্ত্রণাকাতর, ক্ষত-বিক্ষত, উপহাস ও অভিশাপের পাত্র হয়ে যীশুর মৃত্যুটি আমাদের কাছে ভীতিপ্রদ ও সবচেয়ে ভয়ানক। সক্রেটিস বিষের পাত্রটি হাতে নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে যে লোক বিষের পাত্রটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল তাকে আশীর্বাদ করেন; পক্ষান্তরে, ভয়ঙ্কর অত্যাচারের মধ্যেও যীশু তাঁর নির্দয় ঘাতকের জন্য প্রার্থনা করেন। সক্রেটিসের জীবন ও মৃত্যু যদি হয়ে থাকে একজন বিজ্ঞলোকের জীবন ও মৃত্যু, তবে যীশুর জীবন ও মৃত্যু হচ্ছে একজন ঈশ্বরেরই জীবন ও মৃত্যু ...

এত কিছু সত্ত্বেও এই একই মঙ্গলসমাচার যত সব অবিশ্বাস্য জিনিসে ভরপুর, যেগুলো যুক্তির কাছে অসহ্য এবং যে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করা নতুবা স্বীকার করা অসম্ভব। এসব স্ব-বিরোধিতার মধ্যে করণীয় কি? বৎস আমার, সর্বদা নিরহঙ্কার ও সতর্ক থেকে যা কেউ বুঝতে বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, নীরবতার মধ্যে তাকে তা শ্রদ্ধা করতে হবে এবং একমাত্র যিনি সত্য সম্পর্কে অবগত সেই পরম সত্তার সামনে নিজেকে নত করতে হবে।

জ্যাঁ-জ্যাক রুশো, এমিলে

৩। যুক্তিবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত খ্রীষ্টমণ্ডলী

কাথলিক যুক্তিবাদিতা

খ্রীষ্টমণ্ডলী সনাতন পদ্ধতিগুলোর দ্বারা আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। এসব পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম ছিল – ক্ষতিকর বই-পুস্তকাদির সেন্সরশীপ আরোপ; রাষ্ট্র ক্ষমতাগুলোকে হস্তক্ষেপের দাবি জানানো; প্রৈরিতিক কার্যাবলী ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর কোনটাই খুব একটা চমক-লাগানো ছিল না। সে যা-ই হোক, যুক্তিবাদী আদর্শটাকে বিভিন্ন মণ্ডলী কর্তৃক শুধুই যে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হত এমন নয়। তা কাথলিক মতাদর্শের কেন্দ্রে বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্কারের প্রেরণা সঞ্চার করে। ফ্রান্সে কিছু কিছু পুস্তকের শিরোনাম সে সময়কার মনোভাব বা চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা দেখায়, যেমন – এই জীবনে সুখে থাকতে ও অনন্ত সুখ নিশ্চিত করার জন্য সহজ এক উপায়; দর্শন ভিত্তিক একটি ধর্মসার; ধর্ম ও যুক্তির সমন্বয়ের একটি ধর্মসার। জার্মানীতে কাথলিক যুক্তিবাদিতা সুপারিশ করে মূলধারায় একটি প্রত্যাবর্তন, উপাসনার পরিশুদ্ধি, সহনশীলতার নবায়ন এবং প্রটেস্টান্টদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন। এমন ধরনের ধর্মসার রচনা করা হয় যা প্রটেস্টান্ট ও কাথলিক উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবহার করতে পারবে। এই আন্দোলনের একজন অন্যতম চমক-লাগানো প্রতিনিধি ছিলেন জে.এম. স্যাইলার (১৭৩১-১৮৩২)। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন বেভারীয় যাজক ও পালকীয় কর্মবিষয়ক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য-প্রচেষ্টা উদ্ভাবিত হওয়ার আগেই অবদমিত হয়েছিলেন (বিভিন্ন মণ্ডলীর ভক্তদের মধ্যে বাইবেল পাঠ-চক্র)।

রোম বিরোধিতা ও যুক্তিবাদী স্বেচ্ছাচার

পোপের বিরুদ্ধে স্থানীয় মণ্ডলীসমূহের ও তাদের যাজকদের অবস্থান মজবুত করার লক্ষ্যে রোম-বিরোধী আন্দোলন, যেমন – গ্যালিকানিজম ইত্যাদির সঙ্গে উপরোক্ত উদ্ভাবনীশক্তি সম্পন্ন আন্দোলনগুলোর লক্ষ্যাদর্শ ও কার্যকলাপ মিলে যায়। ভন হনথেইম (১৭০১-১৭৯০) ছিলেন ফেব্রনিয়াস নামে পরিচিত ওট্রাইয়ের সহকারী ধর্মপাল। তিনি ফেব্রনীয়বাদ (১৭৬৩) নামে একটি মতবাদ প্রকাশ করেন যার মধ্যে মণ্ডলীতে পোপের ক্ষমতা যতটা সম্ভব খর্ব করার কথা বলা হয়। সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের ভাই গ্রাণ্ড ডিউক লিওপোল্ডের প্ররোচনায় একজন জানসেনপন্থী ধর্মপাল কর্তৃক আহূত এবং ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে টাসকানিতে অনুষ্ঠিত পিস্টোয়া ধর্মসভা ফেব্রুনীয়বাদের মতবাদ সমর্থন ক'রে যুক্তিবাদের চেতনায় মণ্ডলীর ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রমের সুপারিশ করে। সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ মণ্ডলীর জীবনের যে খুঁতখুঁতে ধরনের হস্তক্ষেপ করেন, তা ইতিহাসে যোসেফবাদ নামে পরিচিত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের "সহনশীলতা অধ্যাদেশ" হতে অ-কাথলিকরা উপকৃত হয়। দ্বিতীয় যোসেফ এই মর্মে রায় দেন যে, ধর্মসংঘগুলো কোন বিদেশী নেতা-নেত্রীর অধীনে থাকতে পারবে না। তিনি নতুন নতুন ধর্মপল্লী স্থাপনের লক্ষ্যে ধ্যানমামার্গ কনভেন্টগুলোর দখলীকৃত বিষয়-সম্পত্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কনভেন্টগুলো রদ করেন। তিনি সেমিনারীগুলোর আমূল সংস্কার সাধন করেন, কিন্তু তাঁর এ কার্যব্যবস্থায় সেমিনারীয়ানরা খুশী তো নয়ই বরং অসন্তুষ্টই হয়। "গীর্জাঘরের তত্ত্বাবধায়ক রাজা" উপাসনা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ঘন্টার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন।

যেজুইটদের সাক্ষ্যমরণ

একটা অত্যন্ত দুর্বল পোপতন্ত্রের সম্মুখীন হয়ে 'যুক্তিবাদী' স্বেচ্ছাচারীরা মণ্ডলীর হর্তাকর্তা হতে সচেষ্ট ছিল। পুরানো দাবির সঙ্গে (গ্যালিকানিজম) সাধারণ যুক্তিবাদিতা ও কাথলিক যুক্তিবাদিতার নীতিমালার সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত হয়। তাই প্রথমে বিভিন্ন কাথলিক রাষ্ট্র ও ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ চতুর্দশ ক্লেমেন্ট কর্তৃক "যীশুর সংঘ" বাতিল করাটা সম্মিলিত প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। যেজুইটদেরকে ভোগ করতে হয় তাদের সাবেক দৃঢ় সমর্থক ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও পোপের শাসনের অবক্ষয়ের পরিণতি। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐশতাত্ত্বিক সংঘাতগুলোতে তাদের নির্দয় তর্কাতর্কির পরিণামও। এ ব্যাপারে পোপগণ ছিলেন শাসকগোষ্ঠীর হাতের পুতুল এবং যেজুইটদের দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতি সহানুভূতিহীন। প্রেরণকার্যাধীন এলাকাগুলো থেকে যেজুইটদের নিজের দেশে ফিরে আসা ভয়াবহ অবস্থায় ঘটে। পোপ ক্লেমেন্ট যেজুইটদের সর্বশেষ প্রধানকে কারারুদ্ধ করান এবং কারাবন্দী অবস্থার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। পর্তুগালে পোম্বালের মার্কীস আশিজনেরও অধিক যেজুইটকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

॥২ ॥প্রটেস্টান্টবাদ ও প্রাচ্য মণ্ডলীসমূহে পুনর্জাগরণ

ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনাধীন মণ্ডলীগুলোর মধ্যে যুক্তিবাদের প্রেরণা প্রায়ই ঐশতত্ত্বকে যুক্তিবাদ ও কৃষ্টিগত জাগতিকীকরণের পথ ধরে চলার নির্দেশ দেয়। একই সময়ে পর পর নানা পুনর্জাগরণের আন্দোলন বিভিন্ন মণ্ডলীকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকার অসাড় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে মণ্ডলীকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

১। জার্মান ভক্তিবাদ

ভক্তিবাদ ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে প্রটেস্টান্টবাদের জাগতিক প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া। প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলো ছিল আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। লুথারের মত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাত্ত্বিক ধর্মমতকে স্থান ক'রে দিয়েছিল। অনেক প্রটেস্টান্টই ধর্মবিশ্বাসে ব্যক্তির আবশ্যিক উপাদানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক ছিল। প্রটেস্টান্টবাদ বরাবরই মরমীবাদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ ছিল; এটাকে সে প্রকৃত বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে ধর্মের অন্ধকার দিক বলে গণ্য করত। তা সত্ত্বেও, কিছু কিছু অতীত স্মৃতিবিধুর মানুষ তখনও খ্রীষ্টের অনুকরণ এবং মধ্যযুগের লেখকদের বিভিন্ন রচনা পাঠ অব্যাহত রেখে আসছে। যাকোব বোঁমে (১৫৭৫-১৬২৪) নামে গোলিৎজের পাদুকানির্মাতা এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ সবিস্তারে উপস্থাপন
[২১০] করেন যা লুথারান গোঁড়ামির প্রতি সন্দেহজনক ছিল। আঞ্জেলুস সিলেসিয়াস (যোহান্নেস শেফ্লার, ১৬৪২-১৬৭৭) বোঁমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর রচিত 'দেবদূত-তীর্থযাত্রা' নামক মৌলিক কবিতার আশ্রয়ে একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে কাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করেন ও পরে একজন যাজকও হন।

[২১০] একজন লুথারানের মধ্যে মরমী অতীতবিধুরতা

ব্রেসলুর অধিবাসী যোহান্নেস শেফ্লার (আঞ্জেলুস সিলেসিয়াস – ১৬২৪-১৬৭৭) তাঁর জন্মভূমি সিলেসিয়ায় ফিরে আসার আগে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তিনি ছিলেন একজন লুথারান। তাঁর লেখা 'দেবদূত -তীর্থযাত্রা'-য় পংক্তির ছোট ছোট কবিতায় তিনি তাঁর মরমী অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে গেছেন। উক্ত কাব্যগ্রন্থটি তিনি কাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হবার পর প্রকাশ করেন।

"খ্রীষ্ট সহস্রবার বেথলেহেমে জন্ম নিয়েও যদি
তোমাতে না নেন জন্ম,
তবে অনন্তকালের তরেই তুমি যেতে হারিয়ে।
হায়রে আমরা মানুষেরা, বনের যত ছোট পাখীদের মত;
সমস্বরে ডাকি সকলে, এক সঙ্গে গান গাই আপন সুরে।
গোলাপ ফোটে, কারণ ফোটাই যে ধর্ম তার,
কারও দৃষ্টি, কারও মনোযোগ আকর্ষণ করে না।
ঐশরাজ্য তোমাতে যদি না আগে প্রতিষ্ঠিত হয়,
বিশ্বাস কর, তুমি কখনও পারবে না প্রবেশ করতে তায়।
ওগো মহান আত্মা, ছিন্ন কর তোমার যত বন্ধন,
এমনিভাবে কর না কো শৃঙ্খলিত তোমায়;
যত সাধু-সন্তের চেয়ে তুমি পেতে পার স্বয়ং ঈশ্বরকে
অনেক অনেক বেশী মহৎ রূপে অনিবার।
হও বিকশিত তুমি বরফশীতল খ্রীষ্টান,
মে মাসটি যে দ্বারপ্রান্তে তোমার।
এখানে এখনই যদি না ফুটলে তুমি
মৃত থাকবে জন্ম-জন্মান্তর ভরে।

ফিলিপ স্পেনার ও ভক্তিবাদের ক্রমবিকাশ

ভক্তিবাদ ছিল প্রটেস্টান্টবাদের মর্মমূলের এ সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে প্রকাশ করার একটি পন্থাবিশেষ। ফিলিপ স্পেনার (১৬৩৫-১৭০৫) নামে এ্যালসাসের একজন লুথারান পালক ছিলেন এর উদ্‌গাতা। তিনি ইউরোপে ব্যাপক [২১১] ভ্রমণ ক'রে তাঁকে ঘিরে বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার জন্য ছোট ছোট দল সংগঠিত করতেন। এই দলগুলোকেই আমরা "ভক্তির দল" বলে জানি। এ থেকে ইংরেজী 'Pietism' কথাটির উৎপত্তি যা শুরুতে এক ধরনের উপহাসের বিষয় বলে গণ্য হত। স্পেনার তার "সাধু ইচ্ছা" (১৬৭৫) নামক গ্রন্থে তাঁর কাজের মূল ভিত্তি স্থাপন করেন যার প্রধান বিষয়গুলো ছিল ঃ বাইবেল পাঠ করার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট দল গঠন করা, সার্বজনীন যাজকত্বের স্বীকৃতি দান, ঐশতত্ত্বের চেয়ে অভিজ্ঞতার উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান, ঐশতাত্ত্বিক তর্কবিতর্কে সদয়তা, মধ্যযুগের সাধনমার্গের সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং ধর্মশিক্ষার লক্ষ্যে বাণীপ্রচারের সংস্কার সাধন। মন-পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাই অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়ে তা অর্জন করা যায়। ঈশ্বরের সন্তান প্রাথমিক পর্যায়ে একটি হতাশার কারণ অতিক্রম করে তারপর একটি আন্তরসংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার বিভ্রান্তি থেকে বের হয়ে এসে শান্তি লাভ করে। এরূপ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা লাভ করে অনির্বচনীয় সুখ-শান্তি এবং এর বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়। ভক্তিবাদ একটা অন্তরস্পর্শী ও ভাবপ্রবণ ভক্তি বা ধর্মানুরাগ সমর্থন করে ও সৎকাজকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উন্নীত করে।

ভক্তিবাদের মুখ্য প্রভাব বিস্তার ঘটে স্যাক্সোনীর হাল্লে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং তা স্কুল-কলেজের ন্যায় অসংখ্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়, প্রেরণকর্মী ও সঙ্গীতশিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করে। লুথারান গোঁড়ামি থেকে খানিকটা মর্যাদাসম্পন্ন 'সাধু পুরুষদের সমাবেশগুলোর' প্রতি কিছুটা বিরোধিতা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানী অধিকাংশই ভক্তিবাদপন্থী ছিল। কাউন্ট জিনজেনডর্ফই ভক্তিবাদকে আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি দিয়েছিলেন।

২। জিনজেনডর্ফ (১৭০০-১৭৬০) জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাচারী

স্পেনারের ধর্মপুত্র জিনজেনডর্ফের কাউন্ট নিকোলাস লুডউইগ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ড্রেসডে। অত্যন্ত মেয়েলি [২১২] ধর্মানুরাগপূর্ণ পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে এবং ছেলে বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গ বঞ্চিত হয়ে তিনি সর্বদাই যীশুকে ভাই হিসেবে গণ্য করে আসতেন। শৈশবকাল হতেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ধর্ম একটি হৃদয়ের ব্যাপার, যুক্তির বিষয় নয়। হাল্লেতে তাঁর প্রথম খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের সময় তিনি একটি সুগভীর ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন, কিন্তু তিনি

[২১১] ভক্তিবাদ

ফিলিপ স্পেনার (১৬৩৫-১৭০৫) নামে এ্যালসেসের বাসিন্দা একজন লুথারান যাজক/পালক প্রটেস্টান্টবাদ থেকে দূরে সরে না এসেও ধর্মের মধ্যে আবেগ-অনুভূতির পুনঃপ্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

"খ্রীষ্টধর্ম বিমূর্ত কোন জ্ঞান নয়, অসার প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা করতে বা বুঝতে দুরূহ কোন বিষয় নয়। এ জাতীয় ধর্মের প্রতি আজকাল মানুষের আকর্ষণ যেন একটু বেশী। আসলে খ্রীষ্টধর্ম হচ্ছে আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট, প্রকৃত ঈশ্বরকে জানা এবং বাণীর আশ্রয়ে উপযুক্তভাবে জানা, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ভয় করা, প্রকৃত বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভালবাসা ও তাঁকে ডাকা, তাঁর ক্রুশ ও জীবনাদর্শ অনুসরণ ক'রে তাঁর প্রতি বাধ্য থাকা, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অন্যকে ভালবাসা, অপরের প্রতি সদয় হয়ে তাদের সাহায্য করা। আর আমাদের বেলায়, আমাদের জীবনে বিপদ ও মৃত্যুর সামনে খ্রীষ্টধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় এক অনির্বাণ আস্থা নিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের যে কৃপা দান করেন তার কাছে নিজেদের সমর্পণ করা।

ফিলিপ স্পেনার, Pia Desideria

ভক্তিবাদীদের নিয়ন্ত্রিত মন-পরিবর্তন বর্জন করেন। গোটা ইউরোপ ভ্রমণকালে সকল সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাতের ফলে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে, নানা খ্রীষ্টান সম্প্রদ্রায় আসলে শুধু এই সত্যের বিশেষ বিশেষ দিক সমর্থনকারী মণ্ডলী। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর ভূ-সম্পত্তিতে হাসাইটদের উত্তরাধিকারী মোরভীয় ভ্রাতৃ-সংঘ হতে আগত বাস্তুহারাদের সাদরে গ্রহণ ক'রে কর্তৃত্ববাদের দ্বারা সুচিহ্নিত তাঁর এক ধরনের ধর্মতন্ত্রের মধ্যে তাদের সংগঠিত করেন। জিনজেনডর্ফ প্রথমে পালক এবং পরে মোরাভীয় ধর্মপালরূপে অভিষেক আদায় করেন। তিনি লুথারান মণ্ডলীর ছত্রছায়ায় অবস্থান করলেও সকল ধরনের প্রটেস্টান্টবাদকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেন। এজন্য তিনি তাঁর দল বা গোষ্ঠীকে একটা ভক্তিবাদী ছাপ দেন। তাঁর সম্প্রদায়টি আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও বিভিন্ন জীবনাবস্থা অনুযায়ী সংগঠিত ও বিভিন্ন পদমর্যাদার পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়, যথা – বিবাহিত দম্পতি, যুবতী, বিধবা, ছেলেমেয়েদের দল ইত্যাদি। গানবাজনাপূর্ণ প্রার্থনা চলত দিন-রাত।

বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ

উপরোক্ত নবধারা প্রবর্তনের কারণে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যাক্সনীতে তাঁর কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে পর জিনজেনডর্ফ একজন ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠেন। তিনি মোরাভীয় ভ্রাতৃগণকে আমেরিকায় প্রেরণ করেন এবং নিজে সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেন। সমগ্র ইউরোপ জুড়েই উক্ত ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দল/গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। স্যাক্সনীতে ফিরে এসে জিনজেনডর্ফ তাঁর প্রধান প্রধান দিক দর্শন চিহ্নিত করেন। লুথারবাদ ও ভক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ খ্রীষ্টীয় জীবনে ভাবপ্রবণতা ও ভাবাবেগকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যীশুর যাতনাভোগের প্রতি ভক্তি, মুক্তিলাভের আনন্দ, এর সঙ্গে তিনি যীশুর প্রতি কিছুটা শিশুসুলভ মনোভাব যুক্ত করেন এবং উপাসনার উৎসবমুখর বা আনন্দঘন দিকটার উন্নয়ন সাধন করেন। জিনজেনডর্ফের মৃত্যুর পরে মোরাভীয়রা একটি নতুন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, যার নাম

[২১২] নিকোলাস লুড্‌উইক ভন জিনজেনডর্ফ (১৭০০-১৭৬০)

ভক্তিবাদের মধ্যে লালিত-পালিত জিনজেনডর্ফের কাউন্ট হাসাইটদের উত্তরাধিকারী মোরাভীয় ভ্রাতৃগণকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। এক কর্তৃত্ববাদী পন্থায় তিনি তাদেরকে এমন একটি সম্প্রদায়ে পরিণত করেন যার মধ্যে আবেগপ্রবণতা ও ধর্মপ্রচারের অত্যুৎসাহের উচ্চ আসন ছিল। কাউন্টের ধর্মানুরাগের মধ্যে যীশুর একটা অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান ছিল। নীচের অনুচ্ছেদটিতে তিনি শিশুদের সঙ্গে কথা বলছেন।

"এটা আমার সৌভাগ্য যে, আমি অনবরত আমার অন্তরে আমার ত্রাণকর্তাকে অনুভব করি ... আমি বহু বছর তাঁর সঙ্গে একজন শিশুর ন্যায় জীবনযাপন করেছি। কোন বন্ধু যেমন তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে আমি ঠিক তেমনি তাঁর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করেছি ... তাঁর সঙ্গে আমার আলাপে আমি খুব খুশী ছিলাম। দেহগ্রহণের দ্বারা তিনি আমাদের যত মঙ্গল সাধন করেছেন, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতাম ... সুখী হবার জন্য আমি যা পারতাম তা-ই করতাম সেই অসাধারণ দিনটি পর্যন্ত, যেদিন আমার ত্রাণকর্তা আমার জন্য যে কষ্ট ভোগ করেছেন তার জন্য আমি এত মর্মাহত হলাম যে, আমি অজস্র অশ্রুপাত করতে লাগলাম, তাঁর সঙ্গে নিজেকে আরও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করলাম ও ভালবাসার আশ্রয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলাম। আমি যখন একা থাকতাম তাঁর সঙ্গে আলাপ করতাম, আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতাম তিনি আমার খুব কাছে আছেন ... এভাবে আমি আমার ত্রাণকর্তার সঙ্গে ৫০ বছরের অধিক কাল কাটিয়েছি আর আমি প্রতিদিন উত্তরোত্তর বেশী সুখী হই।"

হয় ভ্রাতৃগণের ঐক্য মণ্ডলী। এ সময় মোরাভীয়দের সারা পৃথিবীতে ২২৬ জন প্রেরণকর্মী বা ধর্মপ্রচারক ছিল।

ভাবাবেগের প্রতি ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব প্রদানের ফলে সময় সময় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে বিরোধ বেধে যায়, কেননা যুক্তিবাদী আন্দোলনের যুক্তিবাদিতার সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের বেশ মিল ছিল। কিন্তু ভক্তিবাদ প্রটেস্টান্টবাদের একটি নতুন গতিশক্তি সঞ্চার করে। মোরাভীয় ভ্রাতৃগণ জন ওয়েস্লির মেথডিজমের একটা সরাসরি প্রেরণাশক্তি স্বরূপ ছিলেন।

৩। প্রাচ্য মণ্ডলীসমূহ

মহাপ্রাণ পিটার

জার মহাপ্রাণ পিটার (১৬৯৪-১৭২৫) যুক্তিবাদিতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাশিয়ার জন্য একটা কর্তৃত্ববাদী আধুনিকীকরণের আগ্রহ প্রদর্শন করেন। কুড়ি বছর ধরে মস্কোর প্যাট্রিয়ার্ক নির্বাচন নিষিদ্ধ ক'রে ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যাট্রিয়ার্কের পদ ও শাসন অবলুপ্ত করেন এবং রুশ মণ্ডলীর উপর একটি "ধর্মীয় শাসন" আরোপ করেন। সেই থেকে মণ্ডলীর নেতৃত্বে অব্যাহত রাখেন ধর্মপাল ও যাজকদের সমন্বয়ে একটি কলেজ তথা ধর্মসভা। এই ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করবেন জার কর্তৃক মনোনীত একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অ-যাজক প্রতিনিধি। এই অ-যাজক প্রতিনিধি মণ্ডলীর

[২১৩] ঝাদ্‌নস্কের সাধু টিখন (১৭২৪-১৭৮৩)

টিখনের জীবনী লিখিত হয় চেবোরাতেভ নামে তাঁরই একজন সহ-সন্ন্যাসী কর্তৃক।

"তিনি তাঁর সামসঙ্গীত গ্রন্থটি সঙ্গে না নিয়ে কখনও পায়ে হেঁটে বা বাহনে চড়ে কোথাও রওনা হতেন না। তিনি সর্বদাই তাঁর আলখাল্লার নীচে তাঁর সামসঙ্গীত গ্রন্থটি বহন করতেন যেহেতু ওটা একটা ছোট্ট বই ছিল। তিনি সম্পূর্ণ সামসঙ্গীত গ্রন্থটি আগাগোড়া মুখস্থ জানতেন। এই পুস্তকটি দিয়ে তিনি আমাকে আশীর্বাদও করেন। যেখানেই যেতেন না কেন যাত্রাকালে তিনি সব সময় সামসঙ্গীত জোরে জোরে পাঠ করতেন; সময় সময় তিনি খুব জোরেই পদগুলো গাইতেন। তিনি প্রতিদিন খ্রীষ্টযাগে যোগদান করতেন এবং গায়কবৃন্দের জন্য গির্জার নির্ধারিত স্থানে থেকে নিজে গান গাইতেন। গান গাওয়ার সময় তিনি প্রায়ই না কেঁদে থাকতেন না। চেকেরাতেও মঠে মাঝ রাতের দিকে তিনি গির্জা প্রদক্ষিণ করতেন ও প্রতিটি দরজার সামনে জানুপাত করে প্রার্থনা করতেন; সেইসঙ্গে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। আমি স্বচক্ষে এমনটা দেখেছি। সময় সময় আমি কান পেতে তাঁকে 'জয় পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বলোকের জয়' বলতে ও পবিত্র সামসঙ্গীত পাঠ করতে শুনেছি। তিনি পশ্চিম দরজাটির সামনে আধঘণ্টারও বেশী সময় ধরে প্রার্থনা করতেন; এরপর তিনি দ্রুত পায়ে তাঁর কুঠুরীতে ফিরে আসতেন। সেখানে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন; সময় সময় তিনি নিজেই নিজের কাঠ কাটতেন। ... একদিন হল কি, তিনি মঠের পিছন দিকে বেড়াতে গেছেন; ফিরে এসে তিনি আমাকে বললেন ঃ 'বনে আমি কাটা গাছের গোড়া দেখেছি, ওটা থেকে দুই বা ততোধিক গাড়ী জ্বালানী কাঠ পাওয়া যেতে পারে। ওটা কাটার জন্য একটা কুড়াল নিয়ে এসো।' আমরা বনে গিয়ে কুড়াল চালাতে লাগলাম; তিনি তাঁর গায়ের আলখাল্লাটি খুলে শার্ট পরে কাজ করতে লাগলেন। তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন ঃ 'যে আরাম আয়েসে জীবন যাপন করে পাপ তাকে ছাড়ে না।' তিনি কখনও আরামের জীবন কাটাননি। ভোরে খ্রীষ্টযাগের আগে তিনি নৈতিক বা মানসিক গঠনের উন্নতি সাধক বই লিখতেন। এই বইগুলো আজও মানুষের হাতে হাতে পাওয়া যায়। আত্মার মুক্তিকামী মানুষেরা এ সমস্ত বই পাঠ করছে।

তিনি অনাথ ও অভাবগ্রস্ত মানুষদের খাওয়াতেন। দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত মানুষদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদয়। তাঁর যা কিছু ছিল সবই তিনি তাদের বিলিয়ে দিয়েছেন ... সম্ভ্রান্ত ও ধনী বণিকেরা তাঁকে বিস্তর টাকা-পয়সা দিতেন। গরীবদের তাঁর সমস্ত টাকা-পয়সা বিলিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, তাঁর পরিধানের পশমী বস্ত্রও বিলিয়ে দিতেন, পরনে যা থাকত, তা-ই শুধু রাখতেন তিনি।"

আসল কর্তা ও পরিচালক হয়ে উঠেছেন, তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্তাদের সামনে তার স্বাতন্ত্র হারিয়েছেন। দ্বিতীয় কাথেরিন (১৭৬২-১৭৯৬) মণ্ডলীর এ ধরনের জাগতিকীকরণ প্রতিষ্ঠান চালিয়ে গিয়েছেন।

একটি জীবন্ত ধর্মীয় ঐতিহ্য

রাজনৈতিক ডামাডোলের বাইরে গ্রীক ও রুশ জগতের মধ্যে অর্থডক্স ধর্মীয় ঐতিহ্য জীবন্তই থেকে যায়। মাউন্ট এ্যাথস্ সকল অর্থডক্স সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে থাকে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে হাগিওরাইট নিকোডিমাস নামে একজন মঠবাসী সন্ন্যাসী এবং করিন্থের ধর্মপাল মাকারিয়াস ভেনিসে 'ফিলোকালিয়া' (সৌন্দর্যপ্রেম) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সেই আদিকাল হতে প্রার্থনা বিষয়ক মণ্ডলীর পিতৃগণের সমস্ত লেখা বিশেষ করে যীশুমন্ত্র (*পৃ:১৯৪ দ্রষ্টব্য*) সন্নিবেশিত হয়। পাইসি ভেলিচকভস্কি নামে এ্যাথসের অপর একজন মঠবাসী সন্ন্যাসী কর্তৃক ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ফিলোকালিয়া' গ্রন্থটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয় এবং তা স্লাভনিক দেশগুলোতে বিপুল সাফল্য লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এর সাফল্য ও খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায় যখন ' একটি রুশ তীর্থযাত্রা কাহিনী' গ্রন্থটিতে ব্যাপকভাবে তার বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। আশ্রম/মঠ জীবনের ধর্মীয় ঐতিহ্যও সাধু টিখনের ন্যায়
[২১৩] অন্যান্য ব্যক্তির মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। ঝাদ্‌নস্কের একজন মঠবাসী সন্ন্যাসী হবার আগে টিখন ভরনেজের ধর্মপাল ছিলেন।

মারোনাইট মণ্ডলী

মধ্যপ্রাচ্যের মণ্ডলীসমূহের মধ্যে লেবাননের মারোনাইট মণ্ডলী বাহ্যিকভাবে রোমীয় মণ্ডলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। অর্থাৎ, শুধুমাত্র পোপতন্ত্রের নিকট থেকেই নয়, ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও ধর্মপ্রচারকদের কাছ থেকেও এই মণ্ডলী অন্তরঙ্গ খাতির-যত্ন লাভ করত। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সমস্ত খাতির-যত্ন এই মণ্ডলীকে ল্যাটিনপন্থী করে তোলার ইচ্ছায় পরিণত হয়। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাউন্ট লেবাননের ধর্মসভা এই ইচ্ছারই সাক্ষ্য দেয়।

।।৩ ।। ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাত

ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদিতার অনুপ্রাণনা খানিকটা বাস্তব রূপ লাভ করে, যথা – রাজনীতিতে যুক্তির প্রাধান্য লাভ ও খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে লড়াই। বিজয়ী সেনাদলের সঙ্গে আনীত বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা সমগ্র ইউরোপকে ভাসিয়ে দেয়। ফরাসীরা নেপোলিয়নের যুগ থেকে বিপ্লবকে আলাদা করলেও ইউরোপীয়রা কিন্তু উক্ত দু'টি কালকে একটি অভিন্ন কাল রূপেই গণ্য করে থাকে। নেপোলিয়ন, 'অশ্বারোহী রোবেস্পিয়ের' রাশিয়ার সুদূর স্তেপাঞ্চল পর্যন্ত বিপ্লবী মতাদর্শ ছড়িয়ে দেন।

১। এক নতুন মাণ্ডলিক সংগঠন

যাজক সম্প্রদায় ও বিপ্লবের সূচনা

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনের প্রচেষ্টায় রাজ সরকার জাতীয় মহাসভা আহ্বান করেন। এতে তিন শ্রেণীর প্রতিনিধি যোগদান করেন, যথা – যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত রাজকর্মচারী ও নিম্ন শ্রেণীর প্রজা। মহাসভায় উত্থাপিত অসন্তোষের তালিকাগুলোতে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর ন্যায় মণ্ডলীতেও সংস্কার সাধনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। তবে এতে ধর্মের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষ চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। রোবেস্পিয়েরসহ সকল প্রতিনিধিই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখের দীপালোক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন যা সভার উদ্বোধন সূচিত করে। যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন অধিকাংশ পাল-পুরোহিতগণ। তারা জাতীয় শাসনতন্ত্র পরিষদ গঠন করতে নিম্ন শ্রেণীর প্রজাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগদান করতে সম্মত হয়েছিলেন।

গ্রামাঞ্চলের মানুষের দাবী-দাওয়া ও দুর্ভোগগুলোর কথা মাথায় রেখে ৪ঠা আগষ্টের রাতে যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত-শ্রেণী তাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। ২৬শে আগষ্ট তারিখে জাতীয় পরিষদ 'মানুষের ও নাগরিকদের অধিকারের ঘোষণা'-এর পক্ষে ভোট দেয় – এই ঘোষণাপত্রটি ছিল নতুন শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতিমালা। ঘোষণাপত্রটি যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মতবাদ থেকে ও ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে ঘোষিত আমেরিকার অধিকার সনদ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। স্বাধীনতা, সাম্য ও মালিকানার অধিকার –এগুলো ছিল অলঙ্ঘনীয় অধিকার। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে অতুঁনের ধর্মপাল তেল্লিরাঁর সুপারিশক্রমে যাজকসম্প্রদায়ের ধন-সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলে তাদের ধনসম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। রাষ্ট্র যাজকসম্প্রদায়ের জীবিকা ব্যবস্থা ও তাদের প্রদত্ত সেবার খরচের দায়িত্ব (সাহায্য, শিক্ষাদান) নিজের হাতে তুলে নেয়। যেহেতু মণ্ডলী দেশের সমস্ত ভূমির এক ষষ্ঠাংশের মালিক ছিল, তাই মণ্ডলীর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রিটা এক নজীরবিহীন সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। যেহেতু এই বিপুল সম্পত্তি অভিজাত সম্প্রদায় ও ধনী কৃষকরা কিনে নেয়, তাই জাতীয় সম্পদের এই হস্তান্তর বিপ্লবের অনুকূলে এই দু'শ্রেণীকে আন্দোলিত করেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এতে বহু শিল্পসমৃদ্ধ সম্পদ ধ্বংসের গোড়াপত্তন হয় ঃ গির্জা ও ধর্মমঠ ধূলিসাৎ করা হয় কিংবা নতুন নতুন কাজে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শাসনতন্ত্র পরিষদ "ধর্মীয় ব্রত গ্রহণ" নিষিদ্ধ করে। যারা একটা বিধিবদ্ধ ধর্মীয় জীবন চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, তারা তা করতে পারতেন বিভিন্ন ভবনে বা গৃহে, যেখানে তারা তাদের দলগুলোকে পুনর্গঠিত করতেন। পুরুষ ধর্মমঠগুলোতে যেন তখন সত্যিই রক্তক্ষরণ ঘটে ঃ ক্লুনিতে চল্লিশজন মঠবাসী সন্ন্যাসীর মধ্যে আটত্রিশজনই তাদের ধর্মীয় পোশাক ত্যাগ করেন। মহিলাদের কনভেন্টগুলোতে ব্রতধারিণীগণের বিশ্বস্ততা অনেক বেশী। এসব ঘটনা কাথলিক জনমতের উপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি বললেই চলে।

যাজক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় সংবিধান

রাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। একটি ব্যঙ্গচিত্র ঃ বিশপগণ ও অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে শপথ/আনুগত্য আদায়ের পদ্ধতি (Bibliothèque nationale)

শাসনতন্ত্র পরিষদ ফ্রান্সের সরকার ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজায়। এই পরিষদ চেয়েছিল এর সঙ্গে মণ্ডলী সংগঠনকে সমন্বয় সাধন করতে। যারা যাজক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের নেপথ্যে কাজ করেছিলেন, তারা কিন্তু ধর্ম-বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তারা যুক্তিবাদী চেতনা, গ্যালিকানিজম এবং যোসেফিজম বা পিস্তোইয়ার ধর্মসভার মূল নীতিমালার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে মণ্ডলীর ভৌগলিক বিন্যাস সম্পূর্ণ নতুন রূপ লাভ করে। ধর্মপ্রদেশের সংখ্যা প্রতি প্রশাসনিক এলাকা বা জেলায় ১৩৫টি থেকে ৮৫টিতে হ্রাস করা হয় যাদের মধ্যে দশটি ছিল মহাধর্মপ্রদেশ। প্রতি ৬০০০ অধিবাসীর জন্য থাকবে মাত্র একটি ধর্মপল্লী। সকল ধর্মপাল ও যাজক সেই একই অ-কাথলিকদেরসহ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হবেন যারা প্রশাসনিক এলাকা বা জেলার বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদেরও নির্বাচিত করত। এভাবে বিধায়কগণ মণ্ডলীর গোড়াপত্তনে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কোন ধর্মপাল তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাঁর মেট্রোপলিটনের (মহাধর্মপালের) কাছ থেকে অনুমোদন চাইতেন। তার নিয়োগের কথা পোপ মহোদয়কে লিখে জানাতে হত এবং তাঁকে এই মর্মে আশ্বস্ত করতেন যে, তিনি রোমের সঙ্গে একই মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। শাসনতন্ত্র বিধানটির ব্যাপারে ভোট নেওয়া হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই এবং তা গৃহীত হলে পর রাজা কর্তৃক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোষিত হয় ২৪শে আগষ্ট।

শাসনতান্ত্রিক শপথ

তবে উক্ত শাসনতান্ত্রিক বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলাকালে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল, তা নিয়ে শাসনতন্ত্র পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী বত্রিশজন ধর্মপালের মধ্যে ত্রিশজন পুনরায় আলোচনায় মিলিত হন। তারা আপত্তিগুলো উত্থাপন করেন একটি দলিলের মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে তারা এই মর্মে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন যে, মণ্ডলীর অবস্থা-মর্যাদা সংক্রান্ত যে সকল পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা পোপের সম্মতি ছাড়াই করা হয়েছে (অক্টোবর, ১৭৯০)। পোপ এ ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দেননি। ২৭শে নভেম্বর, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে পরিষদ নির্দেশ জারি করে যাজকশ্রেণীর সকল সক্রিয় সদস্যকেই রাষ্ট্র ও রাজার প্রতি একটি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হবে এবং শাসনতন্ত্র রক্ষার প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যার মধ্যে মণ্ডলীর নতুন সংগঠন রক্ষার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬০ জনের মধ্যে মাত্র ৭জন ধর্মপাল শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আর যাজকগণ – তাদের শপথ গ্রহণের আনুপাতিক হার এলাকাভেদে একেক রকম ছিল। তবে গোটা ফ্রান্সে যাজকদের শপথ গ্রহণের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক ছিল। এটা সত্য যে, অনেকের এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল, কারণ তারা পোপের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। যারা শপথ গ্রহণ করেননি, তাদেরকে তাদের প্রৈরিতিক কাজ করতে দেয়া হত না। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাদের জায়গায় অন্যদের নিয়ে শাসনতন্ত্র সমর্থক ধর্মপালদের নির্বাচিত ও যাজকগণকে অভিষিক্ত করা হয়।

পোপের নিন্দাজ্ঞাপন

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলে পোপ ষষ্ঠ পিউস 'যাজকসম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র'কে এবং প্যারিশের বিধায়কগণের নিন্দা করেন। তথাকথিত মানুষের অধিকারগুলো "ঐশ প্রত্যাদেশের পরিপন্থী" ঃ উক্ত অধিকারগুলো অন্য সব

কিছুকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার উচ্চ প্রশংসা ক'রে ঈশ্বর ও সত্যের যত অধিকার অস্বীকার করে। [২১৪]

আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছে যারা তারা তা প্রত্যাহার করুক। এ ছাড়া তিনি নব নির্বাচিত ধর্মপালদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন নিষিদ্ধ করেন।

এটা ছিল প্রকারান্তরে একটি ধর্মবিচ্ছেদ। একদিকে ছিল শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত মণ্ডলী, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র মণ্ডলী, যা যত উপাসনালয় হস্তগত করেছিল। অন্যদিকে ছিল এক প্রতিরোধী মণ্ডলী, যা রোমের প্রতি অনুগত ছিল। সবকিছুকে আমাদের অত্যন্ত হালকাভাবে দেখা ঠিক হবে না। যারা শপথ গ্রহণ করেছিলেন সেই সকল যাজকদের প্রত্যেকেই যে মন্দ বা দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন এবং যারা শপথ গ্রহণ করেননি তারা যে আবশ্যিকভাবে [২১৫] বীরপুরুষ ছিলেন, এমন নয়। এর মধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। কিছু কিছু যাজক শপথ গ্রহণ করেছিলেন যাতে তারা তাদের ধর্মপল্লীতে থাকতে পারেন। শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত ধর্মপালদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য পালক ছিলেন, যেমন – লোয়ের ও শের-এর ধর্মপাল গ্রেগরীর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে যা-ই হোক, তড়িঘড়ি করে নতুন ধর্মপালদের নির্বাচন ও এরপর যাজকদের অভিষেক করার মধ্যে কোন কোন নির্বাচন সুষ্ঠু ছিল না।

[২১৪] পোপ ষষ্ঠ পিউস ফরাসী বিপ্লবের নীতিমালাকে নিন্দাজ্ঞাপন করেন

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখের তাঁর Quod aliquantum নামক পত্রে পোপ মহোদয় নিন্দা জ্ঞাপন করেন –
"... এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা মানুষকে শুধুমাত্র তাদের ধর্মীয় মতামতের ব্যাপারে বিঘ্নিত না হওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা তো দেয়ই না, বরং অত্যন্ত অসংযত কল্পনাশক্তি ধর্ম সম্পর্কে যা যা মনে করিয়ে দেয় তা সবই ভাবতে, লিখতে এবং অনিষ্ট ও শাস্তির ঝুঁকি ব্যতিরেকে মুদ্রিত করে প্রকাশ করার স্বেচ্ছাচারিতাও দেয়। এটা একটা ভয়ঙ্কর অধিকার, কিন্তু (শাসনতন্ত্র) পরিষদের কাছে এই অধিকার সকল মানুষের প্রকৃতিগত সাম্য ও স্বাধীনতা থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। মানুষের মধ্যে বিচারবুদ্ধি লোপ করে এমন সাম্য ও এরূপ লাগামহীন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে অধিক নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে? ... 'জাতীয় পরিষদ সমাজে মানুষকে প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় অধিকাররূপে এই যে চিন্তার ও কার্যের স্বাধীনতা দান করেছে', এর চেয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অধিকারের অধিক পরিপন্থী আর কি হতে পারে? তিনি তো মন্দতাকে নিষিদ্ধ ক'রে মানুষের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছেন"।

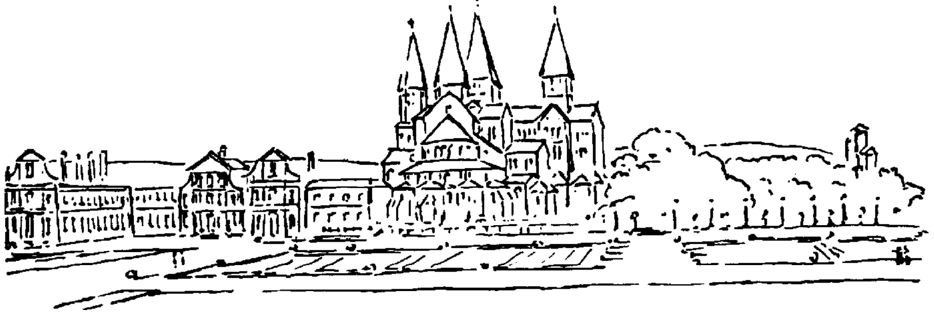

১৭৯৮ খ্রীঃ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে বিক্রিত ক্লুনির মঠ, পরিচালকবর্গ, সম্রাটের শাসন ,রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালীন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বামদিকে সন্ন্যাশ্রম অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পুনঃনির্মিত হয়।

২। ফ্রান্সের মণ্ডলীর জন্য ক্রুশের পথ

প্রায় এক দশক ধরে ফ্রান্সের ধর্মীয় জীবন বিপর্যস্ত হয়ে আসছে, এমন কি সহিংসতা অনবরত না থাকলেও উক্ত অবস্থা অব্যাহত থাকে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল পর্যন্ত অ-শপথকারী মণ্ডলীকে সহ্য করা হয়। উপাসনালয় হতে বঞ্চিত হয়ে যে সকল যাজক শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তারা অন্যত্র খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করতেন। সময় সময় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, দীক্ষাস্নান ও বিবাহ-উৎসব বিতর্কের কারণ হয়ে উঠত।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বিধান পরিষদ অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার পর এবং ফরাসীদের পরাজয় বাড়তে থাকলে প্রতিরোধকারী যাজকদেরকে দেশের শত্রু হিসেবে দেখা হয় আর তাই তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ধর্মপালগণ আগেই দেশান্তরিত হয়েছিলেন। এবার যাজকদের পালা – এদের মধ্যে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ যাজক ইউরোপের অন্যান্য দেশের উদ্দেশে ফ্রান্স ত্যাগ করেন। যারা তা করেননি, তাদেরকে গ্রেফতারের

[২১৫] এক বিপ্লবী খ্রীষ্ট

১৭৯০ ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কিছু সংখ্যক যাজক ও পুস্তিকা-রচয়িতা যীশুকে প্রথম বিপ্লবীরূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। চিন্তাজগতে তারা সত্যিকার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। পরবর্তী বছরগুলোতে বিপ্লব ছিল ভয়ানক রকমের ধর্ম-বিরোধী।

"যীশু ছিলেন একজন সত্যিকার নিম্নশ্রেণীর মানুষ (sans-culotte), একজন তেজস্বী প্রজাতন্ত্র সমর্থক ব্যক্তি। তিনি নৈতিক সমতা ও বিশুদ্ধতম দেশপ্রেমের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার বিপদের মোকাবিলা করেছেন; সর্বযুগে যারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেই বড়লোকদের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন। তিনি ধনীদের নিষ্ঠুরতাকে কঠোর ভর্ৎসনা ও সমালোচনা করেছেন; রাজা ও যাজকদের অহংকারকে তিনি আক্রমণ করেছেন।

ঈশ্বর-পুত্র জাতির অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। আমার ভাইয়েরা, তোমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটির উপর ধ্যান করো। জনগণের স্বৈরাচারী শাসকদের বিষয়ে, যারা অন্যায়ভাবে কর আদায় করত, চিন্তা-চেতনায় স্বৈরশাসক, সকল উৎপীড়কদের সম্পর্কে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে তিনি ক্ষান্ত হননি। ক্রোধান্বিত অভিজাতরা জনসাধারণকে প্রতারিত করেছে। যারা অভিজাতদের দেমাকের সামনে নত হয়ে চলত ঃ তারা তাদের দাসদের মূল্যহীন অন্তরে দুর্বার ক্রোধ সঞ্চার করেছে, যে ক্রোধ তাদেরকে মানব জাতির মুক্তিদাতার বিরুদ্ধে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। ভাইয়েরা আমার, এই কথাটি বলেই আমি শান্তিতে মারা যাব ঃ 'অভিজাত-সম্প্রদায়ই ঈশ্বর-পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে।' "

ধর্মবিরোধী ছদ্মবেশের একটি নমুনা। পশ্চাদভাগে সাধু রকের ঝাণ্ডা, ডানদিকে বিশপের ছদ্মবেশে একজন; পানপাত্র অপবিত্রীকরণ (Bibliothèque nationale)

শিকার হতে হয়।

ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সমস্যাবলী প্রথমে অ-শপথকারীদের বিরুদ্ধে এবং অচিরেই সর্বপ্রকার ধর্মীয় জীবনের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করে। অ-শপথকারীরূপে বন্দী অবস্থায় এরূপ প্রায় ৩০০ জনের মত যাজক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের গণহত্যা চলাকালে মারা যান ও এক সহস্র অসহায় বলির সঙ্গে যুক্ত হন। একই মাসে অ-সামরিক নিবন্ধনগ্রন্থ (জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর) যাজকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় এবং তা ন্যস্ত করা হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হয়। শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত মণ্ডলীর সামান্য যেটুকু মান-মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল, তা-ও হাতছাড়া হয়, কেননা তখন থেকে কারও আর সরকারীভাবে এর সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন হত না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী রাজা ষোড়শ লুইসের মৃত্যুদণ্ডের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছাড়াও আরও বেশী কিছু ছিল। কোন খ্রীষ্টানের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের মনোনীত কারও উপর হাত তোলাটা ছিল একটা অমার্জনীয় অপরাধ। এটা এবং এর সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন পশ্চিম ফ্রান্সের ভেনদে ও ব্রিটানিতে বিদ্রোহ ও নির্দয় যুদ্ধের সূচনা হয় – এতে শত সহস্র মানুষ অসহায় বলি হয়।

ত্রাসের রাজত্ব

খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও ইহাকে ধ্বংস করে দেবার ইচ্ছা তুঙ্গে উঠে ত্রাসের রাজত্বের সময়, যার স্থায়িত্বকাল ছিল সেপ্টেম্বর ১৭৯৩ থেকে জুলাই ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ই প্রজাতান্ত্রিক দিনপঞ্জী প্রবর্তিত হয়। ধর্মীয় ইমারতগুলো

[২১৬] বিপ্লবাত্মক বি-খ্রীষ্টীয়করণ

১৭৯৩-১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বি-খ্রীষ্টীয়করণ (de-Christianization) অভিযানের একটি পদ্ধতি ছিল যাজকগণকে তাদের যাজকত্ব পরিহার করতে দাবী করা। তারা তা করবেন তাদের অভিষেকের প্রমাণ পত্র ফেরৎ পাঠানোর মাধ্যমে।

জাতীয় পরিষদের সভাপতির নিকট ট্রাসবুর্গের সাবেক প্রৈরিতিক প্রতিনিধি বিভালেটের পত্র

২৫ ব্রুমাইয়ার, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ এক ও অবিভাজ্য ফরাসী প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় বর্ষ

নাগরিক সভাপতি,

আমি এতদসাথে আমার যাজকত্বের পত্রাবলী আপনার কাছে প্রেরণ করছি। পরিষদের নিকট আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা পৌঁছে দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। সম্মানের একমাত্র যে আখ্যাটি আমি এখনও ধারণ করে আছি, সেটি হচ্ছে একটি "আদর্শ নাগরিক সার্টিফিকেট" যা অর্জিত হয়েছে আমার গভীর উৎসাহ দ্বারা। বিপ্লবের শুরু হতে মানুষের অধিকার ও প্রজাতন্ত্রের গৌরবার্থে এই গভীর উৎসাহ প্রদর্শনে আমি কখনও ক্ষান্ত হইনি। এই সার্টিফিকেটকে আমি কিছুটা মূল্য দিয়ে থাকি।

জাতীয় টুপিতে ব্যাজ হিসাবে পরিহিত ফিতার গিঁটে শোভিত আমিই সাবেক প্রদেশ এ্যালসেসের প্রথম যাজক; সর্বপ্রথম আমিই শপথ গ্রহণ করেছি; সর্বপ্রথম আমিই আমার রূপোর বগল্স্ ত্যাগ করেছি ও আমার দেশপ্রেমমূলক অবদান রেখেছি; আমিই বেলফর্টের গণসমাজের রূপকার; সর্বপ্রথম আমি ট্রাসবুর্গে কপটতার আবরণ ছিন্ন করেছি, যে আবরণ দিয়ে নাকি এ শহরকে কু-সংস্কার ও গোঁড়ামিকে ঢেকে রাখা হত ... এবং সবশেষে সর্বপ্রথম আমিই আমার দেশের কণ্ঠস্বর যেখানেই আমাকে ডেকেছে সেখানেই আমি উপস্থিত হয়েছি এবং যেখানে বিদ্বেষপরায়ণ, গোঁড়া ও অভিজাতদের কুৎসার প্রতিশোধ নেবার জন্য যে পদক্ষেপ আমি আজ নিচ্ছি, সেখানে তা নিতেও প্রথম হওয়ার ইচ্ছা ছিল ...

আমি একেবারেই সৌভাগ্যহীন; তবে আমি দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা বা উচ্চাভিলাষহীনও বটে ঃ পরিষদের ন্যায়পরায়ণতা আমাকে শান্তিতে রেখেছে। তবে আমাকে যদি এর কাছে কিছু চাইবার অভয় দেয়া হয়, তাহলে আমি বলব আমাকে যেন নিষ্কর্মা করে রাখা না হয় বরং যেন প্রজাতন্ত্রের কাজেই লাগানো হয়।"

Documents d' Histoire, 1776-1850, 1, 1944, 72 থেকে উদ্ধৃত

ধ্বংস করা হয়। গির্জাঘরে মুখোশধারীদের মেকী অভিনয়ের আয়োজন করা হয়, “যুক্তিবাদ দেবী” পূজিত হয়, যাজকপদ পরিত্যাগ ও যাজকদের বিবাহের পক্ষে প্রচারাভিযান শুরু হয় এবং অসংখ্য যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী ও ভক্তসাধারণকে দেশদ্রোহী ও ধর্ম সম্পর্কে অতিশয় গোঁড়া ব্যক্তিরূপে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বিপ্লবী আদালত [২১৬] কর্তৃক প্রায়ই বিভিন্ন মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে রাজনৈতিক কারণ দর্শানো হলেও তাদের অনেকে যে সত্যিই সাক্ষ্যমর ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

“পরম সত্তার পূজা”-এর উপর রোবেস্‌পিয়ের ভোট গ্রহণের মাধ্যমে এসব আধিক্য দমনে সচেষ্ট হন (মে ১৭৯৪)। সে যা-ই হোক, ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝিতে এসে সর্বপ্রকার বাহ্যিক ধর্মাচরণ প্রায় লুপ্ত হয়। শাসনতান্ত্রিক খ্রীষ্টমণ্ডলীর কার্যাবলী সব স্থগিত হয়। রোবেস্‌পিয়েরের পতনে (২৭শে জুলাই, ১৭৯৪) ত্রাসের রাজত্বের অবসান এবং ধর্মের কারণে সাজাপ্রদান স্থগিতের আরম্ভ সূচিত হয়।

বিপ্লব বাইরে বিস্তৃত হয়

বিপ্লবী সেনাদলের বিজয় প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে কয়েকটি স্থানের সংযুক্তি ঘটায় অর্থাৎ তাঁবেদার রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে, যেমন বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্র, সিসালপিন প্রজাতন্ত্র, লিগুরিয়ান প্রজাতন্ত্র, রোমান প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি। ধর্মবিষয়ক অধ্যাদেশগুলোর বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হত। এ সকল দেশের যাজকদের কাছ থেকে বিভিন্ন শপথ জোর করে আদায় করা হত। বেলজিয়ামে কনভেন্টগুলো বিলুপ্ত করা হয় – এদের যাবতীয় সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয় ও মালামাল বিক্রি করে দেয়া হয়। যে সকল যাজক ও ধর্মপাল রাজপদের প্রতি চিরস্থায়ী ঘৃণার শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করত, তাদেরকে দেশান্তরী হতে হত। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লুভেইন বিশ্ববিদ্যালয়টি (বেলজিয়ামের) বন্ধ করে দেয়া হয়। ছয়শত বেলজীয় যাজককে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করা হয়। বাধ্যতামূলক ভাবে সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের সঙ্গে উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক কৃষকদের যুদ্ধ প্ররোচিত করে। পক্ষান্তরে, পুরাতন যুক্ত প্রদেশগুলোর মধ্যে বাতাভিয়ার প্রজাতন্ত্রে ফরাসীদের উপস্থিতির ফল দাঁড়িয়েছিল কাথলিকদের জন্য স্বাধীনতা – এর আগে তাদেরকে শুধু সয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুরানো শক্তির মুখে বিপ্লবাত্মক ধ্যান-ধারণার পক্ষপাতী হয়ে কাথলিকরা ধর্মকর্মের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারগুলো লাভ করে।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে ডিরেক্টরী পোপের উপর টলেন্টিনোর চুক্তি চাপিয়ে দেয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক কিছু কিছু অঞ্চল হাতছাড়া হওয়া ছাড়াও একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ও শিল্পকর্ম দাবি করা হয়।

এরপর একটি ঘটনা ঘটে যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের পোপকে রোম থেকে বহিষ্কার ক’রে সেখানে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে “রোমীয় প্রজাতন্ত্র” প্রতিষ্ঠা করতে সুযোগ দেয়। এরপর এক নির্লজ্জ লুণ্ঠন চলে। তখন রোম ছাড়তে বাধ্য হয়ে ফরাসীরা তাদের বন্দীরূপে পোপ ষষ্ঠ পিউসকে রোণ নদীর তীরে অবস্থিত ভালেন্স পর্যন্ত অপহরণ করে নিয়ে আসে। পোপ অপহৃত অবস্থায় সেখানেই ২৪শে আগষ্ট, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনেক মানুষই ভেবেছিল এবার বুঝি আর কোন পোপ মনোনীত হবেন না।

১৮ ব্রুমায়ারে (৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯) বে-আইনী বা জবরদস্তিমূলক ভাবে শাসন-পরিবর্তনে (coup d'état) প্রথম কয়েকটি সপ্তাহে কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এখানে-ওখানে নিস্পৃহতা মানুষের মনে এই ধারণাই জন্মায় যে, একটা আপোসরফা করা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

৩। নেপোলিয়নের যুগ

ধর্ম-চুক্তি

সপ্তম পিউস

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে ভেনিসে কার্ডিনালগণ মিলিত হয়ে নতুন পোপরূপে কার্ডিনাল কিয়ারামন্তিকে নির্বাচিত করেন। নতুন পোপ সপ্তম পিউস নাম গ্রহণ করেন। যখন তিনি ইমোলার ধর্মপাল ছিলেন, তখন তিনি স্বীকার করতেন, গণতান্ত্রিক সরকার মঙ্গলসমাচারের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টে – যিনি প্রথম কনসাল হয়েছিলেন – ভেবেছিলেন ফরাসীদের মধ্যে ধর্মীয় পুনর্মিলন

ঘটানো ব্যতিরেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় দর্শন ছিল পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক। তিনি কার্ডিনাল কনসালভির প্রতিনিধিত্বে পোপ মহোদয়ের সঙ্গে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য আলাপ-আলোচনায় [২১৭] লিপ্ত হন। এ সমস্ত আলাপ-আলোচনার ফলশ্রুতিতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই ধর্ম-চুক্তি হয়। এই চুক্তির মূল [২১৮] বিষয়গুলো ২১৮ নং বক্সের মধ্যে পাওয়া যাবে। পুরানো ব্যবস্থাধীন সকল ধর্মপালের কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগপত্র আদায় করার পর পোপ এমন একটি ক্ষমতা প্রয়োগ করেন যা ছিল মণ্ডলীর সূচনা হতে তৎকালীন সময় পর্যন্ত নজীরবিহীন। যারা জাতীয় সহায়-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তাদেরকে ঘাটানো হয়নি। সরকার যাজক সম্প্রদায়ের বেতন দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। এতে ধর্মসংঘ থাকার কোন প্রশ্নই ছিল না। শেষ পর্যন্ত কনকর্ডাট রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অনেক বিধান ও ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মচুক্তিটি বাতিল করে। রাজার ন্যায় প্রথম কনসালও মহাধর্মপালদের নিয়োগ করেন; পোপ তাঁদের মণ্ডলীর অনুশাসনসম্মত মর্যাদা দিতেন। সবচেয়ে বড় কথা এই ধর্মচুক্তিটি রোমের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ক'রে ধর্মীয় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

বোনাপার্টে যখন ধর্ম-চুক্তিটি পরিষদের ভোটে দেন, তখন তিনি এর সঙ্গে ৭৭টি সুসম্বদ্ধ অনুচ্ছেদ যোগ [২১৯] করেন। এই অনুচ্ছেদগুলোতে পুরানো গ্যালিকানিজম বা যোসেফিজমের চেতনায় মাণ্ডলিক জীবন-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান ছিল। পোপ এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করেন বটে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। প্রটেষ্টান্টদের অবস্থানও সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে পুনরুত্থান দিবসে ফ্রান্সে কাথলিক ধর্মকর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘটনা প্যারিসের নটর ডেম ক্যাথিড্রালে সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। সারা দেশে বিপুল আনন্দ-উল্লাস হয়। একই বছরের এপ্রিল মাসেই চাট্যব্রিয়াণ্ড The Genius of Christianity শীর্ষক বই পরম্পরাগত ধর্মের একটি জ্ঞানদীপ্ত ও আবেগাত্মক পুনরুক্তি প্রকাশ করেন।

[২১৭] ধর্মচুক্তির উপর আলাপ-আলোচনার সময় নেপোলিয়ন বোনাপার্টে কর্তৃক উত্থাপিত ধর্মবিষয়ক প্রস্তাব

"আমার নীতি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করা। আমার বিশ্বাস এটাই হচ্ছে জনগণের ইচ্ছাকে স্বীকৃতিদানের উপায়। নিজেকে একজন কাথলিক করে আমি ভেনদীর যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছি। মিশরে নিজেকে একজন মুসলমান ক'রে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি এবং ইতালিতে ধর্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পোপের নিরঙ্কুশ সমর্থক হয়ে আমি জনসাধারণের মন জয় করেছি। আমাকে যদি ইহুদী কোন জাতিকে শাসন করতে হত, তাহলে আমি সলোমনের মন্দির পুনঃনির্মাণ করতাম" (১৬ই আগষ্ট, ১৮০০, রাষ্ট্রের মহাসভার উদ্দেশে)।

"ধর্মকে আমি দেহধারণের রহস্যরূপে দেখি না, কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার রহস্যরূপেই দেখে থাকি ঃ স্বর্গের ধারণার সঙ্গে ধর্ম এমন সমতার একটা ধারণা সংশ্লিষ্ট করে দেয় যা গরীবদের হাতে ধনীদের খুন হওয়া রোধ করে।

ধর্ম এক ধরনের টিকাদানের মত যা আমাদের অলৌকিক ব্যাপারে তৃষ্ণা চরিতার্থ করে এবং আমাদের জন্য হাতুড়ে বৈদ্য ও কুহকীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ঃ যাজকগণ সকল কান্ট ও জার্মানীর স্বপ্নদ্রষ্টাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান। ধর্ম ছাড়া কোন রাষ্ট্রে কি ক'রে শৃঙ্খলা থাকতে পারে ? সৌভাগ্যের অসমতা ছাড়া সমাজ টিকতে পারে না, আর ধর্ম ছাড়া সৌভাগ্যের অসমতা টিকতে পারে না। পেট পুরে খেয়েছে এমন কারও পাশে যখন ক্ষুধায় কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার পক্ষে দু'জনের মধ্যকার পার্থক্যটাকে মেনে নেওয়া অসম্ভব যদি না এমন কোন কর্তৃপক্ষ থাকেন যিনি তাকে বলে দেন ঃ 'ঈশ্বরের এ-ই ইচ্ছা; পৃথিবীতে ধনী-গরীব দুই থাকবে; অন্যদিকে পরকালে ভাগ-বাটোয়ারাটা ভিন্ন হবে' " (১৮০১)।

(ধর্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পোপের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সমর্থক । এ থেকে ইংরেজী `Ultramontanism' কথাটির উৎপত্তি।)

ধর্মচুক্তি অনুযায়ী পুনর্গঠন

ফ্রান্সের ধর্মপ্রদেশগুলোর সংখ্যা ৬০টিতে হ্রাস করা হয় – এগুলোর মধ্যে ১০টি ছিল মহাধর্মপ্রদেশ। শাসনতান্ত্রিক ধর্মপালদের পদত্যাগ ঘটানো কঠিন হল না। পুরানো বিদ্যমান ধর্মপালদের ত্রিশজনের অধিক পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। এদেরই একটা ক্ষুদ্রাংশ খ্রীষ্টভক্তদেরকে প্রতিরোধ আন্দোলনে জড়িত করেন। এটাই ছিল ছোট মণ্ডলীর সূচনা যার যাত্রা আজও পাশ্চাত্যে ও লিয়োন্সের চারপাশের এলাকায় অব্যাহত রয়েছে। নতুন ধর্মপালদের মনোনয়নে বোনাপার্টে পুনর্মিলনকে সহজতর করে তোলার উদ্দেশ্যে একটি সংমিশ্রণ পরিকল্পনা করেন ঃ তিনি বিপ্লবের পূর্বের ১৬ জন ধর্মপাল, ১২ জন শাসনতান্ত্রিক ধর্মপাল ও ৩৬ জন যাজককে বেছে নেন। বোনাপার্টের মামা যোসেফ ফেস্ক যিনি শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন, লিয়োন্স-এর মহাধর্মপাল ও একজন কার্ডিনালও হয়েছিলেন।

ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত ও তাঁবেদার দেশগুলোতে বোনাপার্টে মোটামুটি ফ্রান্সের মত একই ধারায় মণ্ডলীকে ঢেলে সাজান ঃ ধর্মপ্রদেশের সংখ্যা হ্রাস করেন ও সুসম্বন্ধ অনুচ্ছেদসমূহের অনুরূপ কার্যব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জার্মানীতেই সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। একদিকে ফ্রান্সের অধিকৃত রাইন নদীর বাম তীর আইন প্রণয়ন-পীঠ হয়ে উঠে। মণ্ডলীর পুরানো প্রদেশগুলোর চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে, তাদের অঞ্চলগুলো ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত হয় অথবা রাজন্যবর্গকে দিয়ে দেওয়া হয় (রাটিসবনের পরিত্যাগ বা সমর্পণ, ১৮০৩)। কনভেন্টগুলোর ধনসম্পদ সরকারসমূহের নিকট হস্তান্তর করা হয়। জার্মানরা এটাকে জাগতিকীকরণ বলে অভিহিত করে।

এক সংক্ষিপ্ত মধুচন্দ্রিমা

ফ্রান্সে মধুচন্দ্রিমার কালটা কয়েক বছর স্থায়ী হয়েছিল। মণ্ডলী ক্রমান্বয়ে নিজের শক্তি সংহত করে, যদিও পদত্যাগ, মৃত্যু ও পূর্ববর্তী দশ বছরে অনিয়মিত অভিষেকের কারণে পুরানো ব্যবস্থার তুলনায় যাজকদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। সেমিনারীগুলো পুনরায় খুলতে হয় এবং উপাসনালয়গুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয়। আর এভাবেই নবায়ন শুরু হয়, যা তুঙ্গে উঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় (দ্রষ্টব্য ১৭শ অধ্যায়)। বোনাপার্টে তাঁর কাথলিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেন যখন তিনি পোপ মহোদয়কে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর প্যারিসের নটর ডেম

[২১৮] ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ধর্ম-চুক্তি

পোপ সপ্তম পিউস ও ফরাসী সরকারের মধ্যে চুক্তি

"প্রজাতন্ত্রের সরকার স্বীকার করেন যে, কাথলিক, প্রৈরিতিক ও রোমীয় ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের ধর্ম।

পোপ মহোদয়ও অনুরূপভাবে স্বীকার করেন যে, এই একই ধর্ম ফ্রান্সে তার ধর্মকর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং ফরাসী প্রজাতন্ত্রের কনসালগণ কর্তৃক কৃত সুনির্দিষ্ট স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সর্বাধিক মঙ্গল ও সর্বাধিক সুনাম অর্জন করেছে এবং এখনও তা করার আশা করছে।

এর ফলশ্রুতিতে এই পারস্পরিক স্বীকৃতিদানের পর ধর্মের মঙ্গলের জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার স্বার্থে তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে একমত হয়েছেন ঃ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ফ্রান্সে বিনা বাধায় কাথলিক, প্রৈরিতিক ও রোমীয় ধর্মাচার পালিত হবে; এর উপাসনা হবে প্রকাশ্যে এবং যেগুলো জনসাধারণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বিবেচনা করবেন সেগুলো সব পুলিশী বিধান অনুসারে পালিত হবে।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ সরকারের সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ভাতিকানের পুণ্য আসন কর্তৃক ফরাসী ধর্মপ্রদেশগুলোর নতুন সীমানা নির্ধারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ পোপ মহোদয় ফ্রান্সের ধর্মপালদের কাছে এই মর্মে ঘোষণা জারি করবেন যে, তিনি দৃঢ় আস্থার সাথে শান্তি ও ঐক্যের খাতিরে তাঁদের কাছে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার আশা করেন, এমন কি প্রয়োজন হলে তাদের পদ ও এখতিয়ারের বিসর্জন পর্যন্ত ।

ক্যাথিড্রালে এসে তাঁকে সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দিতে প্ররোচিত করেন। ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে পোপ সপ্তম পিউস সর্বত্র বিজয়ীর সম্বর্ধনা লাভ করেন। নেপোলিয়নকে প্রভুর অভিষিক্ত জন, নতুন দাউদ, সাইরাস, কনস্টান্টাইন, শার্লেমেন ইত্যাদি আখ্যায় তাঁর গুণকীর্তন করতে এবং রাজকীয় ধর্মসার গ্রন্থে (১৮০৬) সম্রাটের প্রতি কর্তব্যের উপর জোর দিতে ফ্রান্সের মণ্ডলীর কর্মকর্তাগণ ক্ষান্ত হননি।

যাজকত্ব ও সাম্রাজ্যের মধ্যে নতুন বিরোধ

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে টানাপোড়েন দেখা দেয়। এই টানাপোড়েন নেপোলিয়নের পতন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের অংশ হিসেবে নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন পোপ মহাদেশীয় অবরোধের দায়িত্বগুলো পালন করুন, যথা – ইংল্যাণ্ড ও তার মিত্রদের সঙ্গে ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন। পোপ তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যদল রোম দখল করে নেয়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে পোপীয় রাষ্ট্রগুলো ফরাসী সাম্রাজ্যের একীভূত করা হয়। পোপ জবরদখলকারীদের মণ্ডলীচ্যুত করেন।

৬ই জুলাই তারিখে পোপকে স্যাভনায় (জেনোয়ার কাছে) গৃহবন্দী করা হয় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত। মণ্ডলীচ্যুতির অনুশাসন পত্রটি পুলিশকে উপেক্ষা ক'রে ফ্রান্সে প্রকাশ করা হয়। এরপর পোপ সপ্তম পিউস নেপোলিয়ন কর্তৃক মনোনীত ধর্মপালদের অভিষিক্ত করতে অস্বীকার করেন। পরিণামে অচিরেই ১৭টি ধর্মপ্রদেশ ধর্মপালশূন্য হয়ে পড়ে। যাতে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার মারীয়া তেরেসাকে বিয়ে করতে পারেন, সেজন্য তিনি প্যারিসের সহযোগিতাকারী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভ করেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। প্যারিসে অবস্থানকারী রোমীয় কার্ডিনালগণ বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অস্বীকার করেন।

ধর্মপ্রদেশগুলোতে ধর্মপাল না থাকার কারণে সৃষ্ট অচলাবস্থা থেকে নিস্তার লাভের উদ্দেশ্যে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান প্যারিসে একটি জাতীয় পরিষদ আহ্বান করেন। এতে ধর্মপালগণ পোপের প্রতি তাঁদের আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করেন বটে, কিন্তু একই সময় তাঁরা সম্রাটের বিরাগভাজনও হতে চাইলেন না। তাই তাঁরা পোপ সপ্তম পিউসের আনুকূল্য লাভে সচেষ্ট হন। তা সত্ত্বেও পোপ কিন্তু একটুও টলেননি। নেপোলিয়ন পোপকে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে ফ্রান্সের ফন্তেনব্লোতে বন্দী করে নিয়ে আসেন। পোপের উপর বলপ্রয়োগ করা হলে তিনি কিছু ছাড় দেন

[২১৯] সু-সম্বন্ধ অনুচ্ছেদসমূহ

ধর্মচুক্তির অনুচ্ছেদ-১-এ উল্লিখিত পুলিশ-সংক্রান্ত বিধিসমূহ খোদ কনকর্ডাট থেকে অনেক বিস্তারিত ছিল। পোপের সঙ্গে এতদ্‌সংক্রান্ত কোন পরামর্শ করা হয়নি। ৭৭টি সুসম্বন্ধ অনুচ্ছেদ-এর কয়েকটি নীচে দেওয়া হল।

"১। রোমের রাজদরবার হতে কোন অনুশাসনপত্র চিঠি, সিদ্ধান্ত, ডিক্রী, আজ্ঞা, বিধান, বিধানরূপে কাজ করে এমন স্বাক্ষর কিংবা অন্যান্য পত্র কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়-সংশ্লিষ্ট হলেও সরকারের অধিকার অর্পণ ব্যতিরেকে গ্রহণ, প্রকাশ, মুদ্রণ বা অন্যভাবে কার্যকর করা যাবে না।

২। নিজেকে পোপের দূত, প্রতিনিধি, প্রতিভূ বা প্রৈরিতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে অভিহিতকারী কোন ব্যক্তি কিংবা অন্য কোন ধর্মসম্প্রদায়ের বলে পরিচয়দানকারী কেউ উপরোক্ত একই অধিকার অর্পণ ব্যতিরেকে ফ্রান্সের মাটিতে কিংবা অন্যত্র গ্যালিকান মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদিতে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

২৪। যারা সেমিনারীতে শিক্ষাদান করার জন্য মনোনীত হবে, তারা ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের যাজকসম্প্রদায় কর্তৃক প্রণীত ঘোষণাপত্র মেনে চলবে। ... সেখানে তারা শিক্ষাদানের সময় উক্ত ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত মতবাদ উপস্থাপন করবে।"

(ফন্তেনব্লোর চুক্তি) কিন্তু এই চুক্তি ভঙ্গ করতে বেশী সময় লাগেনি। সামরিক বিপর্যয়ে বাধ্য হয়ে সম্রাট পোপকে মুক্ত ক'রে রোমে ফিরে যেতে দিতে বাধ্য হন। রোম প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সর্বত্র উষ্ণ অভিনন্দন লাভ ক'রে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে রোম নগরীতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন।

৪। বিপ্লবের উত্তরাধিকার

অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনসমূহ

ফরাসী ও ইউরোপীয় কাথলিক ধর্ম ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মণ্ডলীর সহায়-সম্পত্তি ভক্তসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফরাসী সমাজের প্রথম মহা জাগতিকীকরণ হতে পিছু হওয়ার কোন উপায় ছিল না। মণ্ডলীর রাজন্যবর্গের মধ্যে একমাত্র পোপই তখনও পর্যন্ত

নেপোলিয়নের স্বহস্তে মুকুট পরিধান

পার্থিব ক্ষমতা বজায় রেখেছিলেন। ধর্মকর্মের স্বাধীনতাকে আইনের শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়। এ কারণেই ফ্রান্সের জনগণ নিজেদের হয় অ-কাথলিক নতুবা অ-খ্রীষ্টানরূপে ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিল। একটি অ-সামরিক রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলো মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে মণ্ডলী শিক্ষাদানের নিয়ন্ত্রণও হারায়।

নিঃসন্দেহে বিপ্লবের সবচেয়ে দূরপ্রসারী সিদ্ধান্তগুলো বহাল করার সময় তখনও আসেনি, কিন্তু তা কম-বেশী অদূর ভবিষ্যতে নেওয়া হবে ঃ সেগুলোর মধ্যে ছিল রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছিন্নাবস্থা, বিবাহ-বিচ্ছেদ। আরও অনেক পরে কোন এক সময়ে দেশের যাজক-বিরোধিতা বা নিরীশ্বরবাদ নিজেকে বিপ্লব থেকে আগত বা বিপ্লব অঙ্কুরিত বলে দাবিও করে।

এক পরিশুদ্ধ মণ্ডলী

খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ধর্মবিশ্বাস এ অগ্নিপরীক্ষা থেকে অনেকটাই পরিশুদ্ধ হয়ে আসে। খ্রীষ্টমণ্ডলীকে তার মূল প্রৈরিতিক কার্যে ফিরে যেতে হয়। কনকর্ডাটই মণ্ডলীকে তার সেই মূল বৈশিষ্ট্যগুলো যোগান দিয়েছে, যা এক শতাব্দী স্থায়িত্ব লাভ করে। মণ্ডলীর যাজকসম্প্রদায় তখন উপযুক্ত ও বলিষ্ঠভাবে সুসংগঠিত বা সুবিন্যস্ত ছিল এবং ঘনিষ্ঠভাবে প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল ছিল। 'বেগুনী নায়ক' বলে আখ্যায়িত ধর্মপালগণ তাঁদের ধর্মপ্রদেশে ছিলেন নিরঙ্কুশ প্রভু। তাঁরা তাঁদের ইচ্ছেমত তাঁদের অধীনস্থ যাজকদের এক স্থান থেকে অন্যত্র বদলি করতেন। যাজকমাত্রেই হতে হত নিবেদিত প্রাণ ও যথার্থ ক্ষুদে কর্মকর্তা যাকে একটা মাঝারি ধরনের অবস্থা থেকে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে মণ্ডলী সামাজিক পদোন্নতির সুযোগ করে দিত। তাই তাঁর পক্ষে প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করা কঠিন হত।

পোপগণের দুর্দশা ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টভক্তদের অভিভূত করে তোলে, কেননা তারা পোপ মহোদয়ের রোমে প্রত্যাবর্তনকে সরকারী ক্ষমতার দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে মণ্ডলীকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় বলে দেখেছিল। পোপের প্রতি এই যে আনুগত্য, যা ধর্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পোপের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সমর্থন করে 'ultramontanism' বলে অভিহিত, উনবিংশ শতাব্দী ধরে আগাগোড়া তা স্থায়ী হয়েছে।

দুই ফ্রান্স

ফরাসী বিপ্লবের উত্তরাধিকার ফ্রান্সকে মোটামুটি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে। উদারপন্থীরা সাম্য ও স্বাধীনতার বিপ্লবাত্মক নীতিমালায় ফিরে যায়, আর অন্যদিকে অধিকাংশ কাথলিক বিপ্লবকে শয়তানের কারসাজিরূপে গণ্য করে। এ কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু সংখ্যক কাথলিক পুরানো ব্যবস্থা মতে একটা ধর্মীয় ও সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করেছিল। তারা সেই উদারপন্থীদের বিরোধিতা করে যারা বিপ্লব দ্বারা যা অর্জিত তা আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। মণ্ডলীর বুকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রবেশ করে কারণ কাথলিকদের কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের নীতিগুলো মঙ্গলসমাচারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং বিগত যুগকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাটা একেবারেই নিরর্থক।